এমকেজির
কষ্টিপাথর

এম. কে. জি. প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সুনীল বসু মল্লিকের নিবেদন

কষ্টিপাথর

পরিচালনা ও সংলাপ : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : সনৎ কুমার চন্দ্র ০ কাহিনী : ৺জ্যোতির্ময় রায় ০ চিত্রনাট্য : ৺মঞ্জু দাশগুপ্ত

সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ০ গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত ০ চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ

শব্দযন্ত্রী : সোমেন চট্টোপাধ্যায় ০ সম্পাদনা : রবীন দাস ০ শিল্প-নির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু

তত্ত্বাবধায়ক : সমর ঘোষ ০ রূপসজ্জাকর : বসির আমেদ ০ সাজ-সজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

সঙ্গীতগ্রহণ ও পুনঃশব্দর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ০ স্থিরচিত্র : তারাদাস ও 'ক্যাপস'

চরিত্র-চিত্রণে : বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, জহর রায়, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্ত্তী
রবি ঘোষ, তরুণ কুমার, সুনন্দা ব্যানার্জি, বীরেশ্বর সেন, গঙ্গাপদ বসু, বিজন ভট্টাচার্য্য
জয়শ্রী সেন, সাধনা রায় চৌধুরী, প্রেমাংশু বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, অমর
বিশ্বাস, পারিজাত বসু, চন্দ্রশেখর রায়, মাষ্টার স্বপন, চন্দ্রশেখর দে, অনাদি দাস, সতু
মজুমদার, অমূল্য সান্যাল, অতিরঞ্জন দাস, জগদীশ মণ্ডল, ধ্রুব দাস, মাতৃপ্রসাদ, অনিল মুখার্জি

কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
পারিজাত মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আবহসঙ্গীত ও সহযোগিতায় : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারী

পরিচালনায় : অজিত গাঙ্গুলী, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ মণ্ডল ০ সঙ্গীত : শৈলেশ রায়
চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস, পিন্টু দাশগুপ্ত ০ শব্দযন্ত্রে : বাবাজী শ্যাঙ্গল ০ সম্পাদনা : সুনীল
বন্দ্যোপাধ্যায় ০ শিল্পনির্দেশনায় : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, সুশীল দাস, বলাই আঢ্য
রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্ম্মা ০ সাজসজ্জায় : কার্ত্তিক লেকার ০ আলোক-সম্পাত : প্রভাস
ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না ০ পটশিল্পে : বলরাম
চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল ০ দৃশ্যসজ্জা : ছেদীলাল শর্ম্মা, বজু মোহান্তী, পঞ্চানন মুখার্জ্জী
প্রচার-পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল ০ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ০ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : উদয়রাজ সিং (চন্দননগর) প্রভাত কুমার দাস, সেন আব্দুল এণ্ড কোং
ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, ত্রিপুরা রাজ এষ্টেট

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও-এ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত, ইউনাইটেড
সিনে ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : **কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড**

বন্ধু অর্চনার সহায়তায় শেষ অবধি রমাকে 'রঙ্গম' থিয়েটারেই অভিনেত্রী রূপে যোগদান করতে হ'ল। এছাড়া কোন উপায় ছিলনা তার। অন্য কোন চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না। ট্রাম দুর্ঘটনায় তার বাবা এখন পঙ্গু। ছোট একটি ভাই আর নিজের সংস্থান সে ছাড়া করবার আর কেই বা আছে। বাড়ী ভাড়া বাকী, ঋণও হয়েছে অনেক, দু'বেলা আহার জোটেনা। এমনি অবস্থায় 'রঙ্গমের' নামকরা শিল্পী অর্চনাই রমাকে নিয়ে এল রঙ্গমঞ্চে।

জীবনে কখনও অভিনয় করেনি রমা। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শেখানো, মুখস্ত করা কথাগুলি গেল গুলিয়ে। দর্শকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চীৎকার ও নিষ্ঠুর অপমানসূচক মন্তব্যে চোখে জল এসে গেল তার।

একেই ত 'রঙ্গম' থিয়েটারের এখন ঘোরতর দুর্দ্দিন। কোনক্রমে শ্বাস টানতে টানতে বেঁচে আছে। তার ওপর আনকোরা এই সব মেয়ের অভিনয়ের কেলেঙ্কারীতে থিয়েটার আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কী ভেবে 'রঙ্গম'-এর ম্যানেজিং-পার্টনার ভোম্বল মিত্র রমাকে আর একবার সুযোগ দিতে রাজী হ'লেন। তিনি ও তাঁর অন্যান্য অংশীদার অক্ষয় মণি নিত্য এই থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্যে ঐকান্তিক সংগ্রাম করে চলেছেন। ভেঙে পড়েননি, বারবার ব্যর্থতায়। জীবন ধারণের সংগ্রামে এই মেয়েটিও আজ রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে—বোধ করি সেই জন্যেই তার প্রথমবারের ব্যর্থতাকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখলেন।

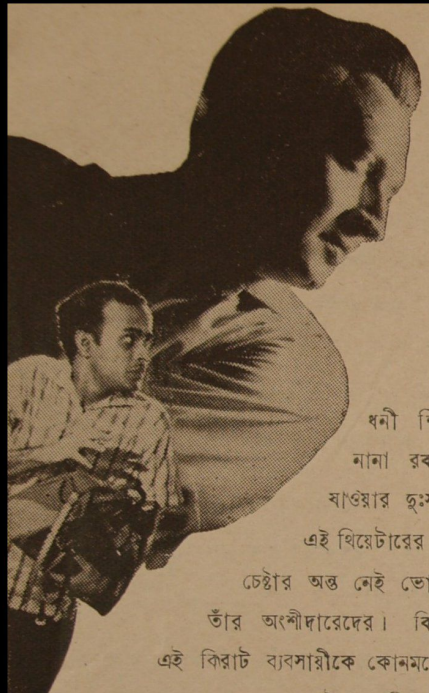

ভোম্বল মিত্র অক্ষয় মণি এরা সকলেই জানে নতুন নাটক খুলতে না পারলে এই থিয়েটারকে বাঁচানো যাবেনা। নতুন নাটক লেখা আছে, নেই শুধু টাকা—পঁচিশ হাজার টাকা। এই টাকা সংগ্রহের জন্যে তাঁদের চেষ্টার বিরাম নেই। চৌধুরী ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের ধনী শিল্পপতি রজত চৌধুরীর নানা রকম ব্যবসায়ে এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস আছে। তাঁকে এই থিয়েটারের পেছনে দাঁড় করাবার চেষ্টার অন্ত নেই ভোম্বল মিত্র ও তাঁর অংশীদারেদের। কিন্তু সদাব্যস্ত এই কিরাট ব্যবসায়ীকে কোনমতেই ধরতে পারছেনা তারা। এই সেদিনও তাঁর বাড়ীর গেটে ভোম্বল মিত্র যখন সদলবলে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁদের সামনে দিয়ে একটি বিরাট মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন রজত চৌধুরী। তাঁর গাড়ীর পিছনের নাম্বার-প্লেটটা চোখের উপর জল্-জল করতে লাগল। দারোয়ান জানাল চৌধুরী সাহেব গেলেন অফিসে। অফিসে গিয়ে তাঁরা সেক্রেটারী মিঃ চ্যাটার্জ্জীর কাছে জানতে পারলেন, অন্ততঃপক্ষে পনেরো দিন পরে ফোন করে জানতে হবে যে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার সময় রজত চৌধুরী দিতে পারবেন কিনা। আর একবার প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে ফিরে এলেন ভোম্বল মিত্র।

সেদিন কী একটা ছুটি উপলক্ষে থিয়েটারের বিক্রী বেশ ভালই, ছ'টা বেজে গেছে, রমা এখনও পৌঁছয়নি। অক্ষয় আর মণি উদ্বিগ্নভাগে থিয়েটারের সামনের লবীতে দাঁড়িয়ে পথ পানে চেয়ে আছে। ছ'টা বেজে দশ, শঙ্কিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে রমা দত্ত বাস ও ট্রামের অসম্ভব ভীড়ের দিকে। তিলধারণের স্থান নেই। খালি ট্যাক্সি ত আরও দুর্লভ। থিয়েটারের চাকরীটা আজই খতম হয়ে যাবে। এমন সময় দেখা গেল একটি বিরাট শূন্য গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলেছে ড্রাইভার অবিনাশ, পাড়া-প্রতিবেশী হিসাবে অবিনাশের সঙ্গে রমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

রমাকে একটি বিরাট গাড়ী থেকে থিয়েটারের সামনে নামতে দেখে অক্ষয় আর মণির চোখ দু'টো বিস্ময়ে ঠেলে বেরিয়ে এল প্রায়। এই গাড়ী—এই নম্বর কি তারা ভুলতে পারে—কোটিপতি ব্যবসায়ী রজত চৌধুরীর গাড়ী করে আসছে অভিনেত্রী রমা দত্ত। সম্বন্ধটা তাহলে গভীর অর্থাৎ হৃদয়গত। ভোম্বল মিত্রকে এত বড় সংবাদটা দিতে ছুটল অক্ষয় আর মণি।

আর একজনও অবাক হয়েছিল যৎপরোনাস্তি—'ছায়া-কায়া' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি ডি-ডি-টি।

সেদিনও অভিনয়-শেষে 'রঙ্গম' থিয়েটারের অফিস ঘরে রমা আর অর্চনাকে সে কি আপ্যায়ণের ঘটা! কাটলেট, রাজভোগ-সাজানো ডিস্, কোকা-কোলা—তার ওপর পঞ্চাশের সঙ্গে আরও পনেরো টাকা জুড়ে ভোম্বল মিত্র এগিয়ে দিলেনরমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রস্তাবও এল। রমা যেন রজত চৌধুরীকে বলে তাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়ে দেয়।

রমা হতবাক। জীবনে সে রজত চৌধুরীর নামও শোনেনি। তার বন্ধু অর্চনা ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা বুঝল। অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে তার বিলম্ব হয়নি যে রজত চৌধুরীর সঙ্গে রমার পরিচয়ের ব্যাপারটা যতদিন সত্য বলে চালানো যাবে ততদিন এই থিয়েটারে রমার সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাই বন্ধুর হয়ে অর্চনা জানাল রজত চৌধুরী এখন বাইরে গেছে, ফিরে এলে রমা এ ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করবেনা।

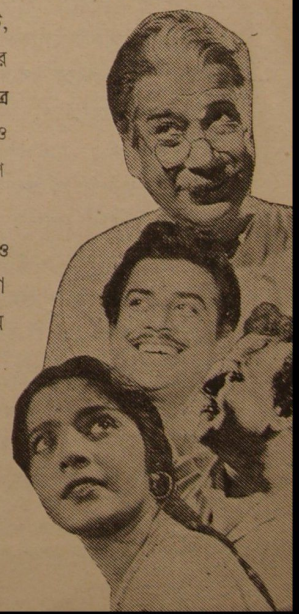

'ছায়া-কায়া'র ডি-ডি-টি রজত-রমা সম্পর্কিত আরও সঠিক তথ্য সংগ্রহের আশায় কৌশলে একেবারে রজত চৌধুরীর অফিস ঘরে গিয়ে উপস্থিত। ডি-ডি-টি-র মুখে সব শুনে ধনী সুদর্শন অবিবাহিত তরুণ শিল্পপতির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। এ যে রীতিমত ব্ল্যাকমেল! ডি-ডি-টি-র সঙ্গে কী যেন সব পরামর্শ করলেন রজত চৌধুরী। তারপর রমার বাড়ীতে একদিন 'রূপলেখা' নামে একটি প্রকাশ-উন্মুখ প্রমোদ-পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির আবির্ভাব ঘটল। নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। সপ্রতিভ অমায়িক চারুদর্শন যুবক।

থিয়েটারে মিথ্যা পর মিথ্যা সাজিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় রজত চৌধুরীরর সঙ্গে তার পরিচয়ের জের টেনে চলতে বাধ্য হয়েছে রমা দত্ত আর একদিকে নব পরিচিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দিনের পর দিন অন্তরঙ্গতা গভীরতর হয়ে উঠছে তার।

কিন্তু ভোম্বল মিত্রদের ধৈর্য্য বজায় রাখা আর সম্ভব ছিলনা। রমার বাড়ীতে ভোম্বল মিত্র সদলবলে এসে জানিয়ে গেলেন যে আগামী কাল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রজত চৌধুরীকে নিয়ে রমাকে উপস্থিত হ'তেই হবে।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পাশের ঘর থেকে সব শুনলেন। রমার এই সঙ্কট অবস্থায় চেনা শোনা একটি লোকের গাড়ী চেয়ে নিয়ে, ডিনার-স্যুট ভাড়া করে রজত চৌধুরী রূপে রমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে গিয়ে সে উপস্থিত হ'ল। খানা-পিনার পর্ব শেষ হ'লে কৃত-কৃতার্থ ভোম্বল মিত্রের আবেদন অনুযায়ী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী চেক-বই বের করে একটি পঁচিশ হাজার টাকার চেক লিখে দিল। একে জাল রজত চৌধুরী তার ওপর এই জাল-চেক—রমা আর ভাবতে পারেনা, অজ্ঞান হয়ে যায়—

ছায়াচিত্রে এর পরের কাহিনী মধুর নাট্যরসে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

গান

গান ১

ওগো একবার দেখা দাও প্রভু দুখিনীরে,
আর কতদিন রব একেলা গহন তিমিরে,
পথ চেয়ে চেয়ে বুক ভরা কি যে তিয়াসে
জীবন শুকালো আকুল দীরঘ নিশাসে,
কবে জুড়াবে হৃদয় তোমারই করুণা শিশিরে,
ওগো একবার দেখা দাও প্রভু দুখিনীরে।
ব্যথা অপমানে মোর প্রেম শুধু যে কাঁদে,
জানিনা বুঝিবা কত জনমেরই অপরাধে
শ্রীচরণ পরশে জাগায়েছ তুমি পাষাণে
বিরহিনী জাগে যে বিফলে তারিগো ধেয়ানে
কেন লুটালো ধূলায় আশার কুসুম বীথিরে,
ওগো একবার দাও, দেখা দাও প্রভু দুখিনীরে

গান ২

এমনি করেই জেনো মনের জানলা
দিয়ে মিষ্টি দখিন হাওয়া বয়তো
এই সাপ সাপে বর হয়তো—
এই রাগ অনুরাগ নয়তো—
এমনি করেই জেনো মনের জানলা দিয়ে
মিষ্টি দখিন হাওয়া বয়তো।
—কাজটাজ নেই বুঝি?
—কাজ, কাজ আর কাজ নিয়ে ভাবো যদি
এই বেশ, ভালো লাগে আজ একা থাকা
মনটার টুঁটি চেপে চোখ দুটো বুঝলে
কি শাক দিয়ে যায় মাছ ঢাকা?
মেজাজটা খিট্‌খিটে হয়ে যাবে বয়সে—
মরুভূমি হবে এ হৃদয়তো—
তাই বলি আইবুড়ো নামটা না ঘোচালে
পরে আর পাবেনা সময়তো।
গাড়ী—
বাড়ী—
গাড়ী-বাড়ী টাকাকড়ি মিথ্যে যে হয়ে যায়
কেউ যদি নাহি থাকে পাশে—
চুড়ি আর কাঁকনের রিনিঝিনি মিঠে সুর
কানে যদি নাহি আর আসে
ব্যবসার ফন্দিতে মাথাটাকে ঘামিয়ে
একে একে আয়ু হয়ে ক্ষয়তো—
যম এসে নিয়ে গেলে দুনিয়ায় থাকবে না
কেউ আর দিতে পরিচয় তো।

গান ৩

রমার গান

ওগো বন্ধু আমার—
জীবনে যা কিছু সুন্দর, সে যে তোমারই—
এই স্নিগ্ধ সোনার আলোয় জড়ানো—
অন্তর সে যে তোমারই।
এই ফাল্গুন বন অঙ্গন—
ভরা চম্পা করবী রঙ্গন—
মৃদু মন্দ সমীরে ঝরানো সুধার নির্ঝর,
সে যে তোমারই।
তব শান্ত উদার মৌন ধ্যানের রূপে,
জেন আমারও পূজার নিবেদন
মিশে গিয়েছে গানের ধূপে।
নাও শুভ্র প্রাণের চন্দন—
আঁকা মুগ্ধ এ অভিনন্দন,
মোর কম্পিত লাজে—হলো যে নিশাস
মধুর—সে যে তোমারই॥

গান ৪

কালকে ফকির আজকে রাজা ভবের হাটেরে
এই পাথর চাপা কপালখানা যখন ফাটেরে
এ বরাত ঘুরলে কি আর রক্ষে আছে—
লক্ষী আসে আপনি কাছে,
সদল বলে কিন্‌বো জমি গড়ের মাঠেরে।
আমরা দুঃখ অভাব তুচ্ছ করে রংমাখি সংসারে।
আহা জনমতের জুয়া খেলায় জীবন ধরি বাজী;
এবারে লক্ষ্যভেদের তীরটি সিধে মাঝখানেতে
গেছে বিঁধে—
যেমন তেমন করে কি আর জীবন কাটেরে,
মনটা যেন আটখানা আজ হচ্ছে আহ্লাদে
দম্ভ করে বলছি হেঁকে সবাইকে আজ
ডেকে ডেকে—
সাধ্যি থাকে সঙ্গে মোদের এবার পাল্লা দে।
এই রঙ্গভরা বঙ্গদেশের আনন্দেরই ডালে,
আহা, উচ্চ আশার পুচ্ছ তুলে নাচবো—
তালে তালে।
এবারে স্বপ্ন গুলো সত্যি হবে সংসারেতে
শান্তি রবে,
সোনার তরী ভিড়বে গিয়ে সুখের ঘাটেরে।
কালকে ফকির আজকে রাজা ভবের হাটেরে।

ব্রতচারিণী

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

বড়দিদি

ওগো শুনছো

কংস

মায়ামৃগ

স্বয়ম্বরা

মা

রক্তপলাশ

পরিবেশক ঃ কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ৩১-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩